দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই পদত্যাগ

হারুন উর রশীদ ঃ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই পদত্যাগ করেছেন অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী। এর আগে গতকাল সকালে তাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডেকে পাঠানো হয়। আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর পদত্যাগ করার ইচ্ছে ছিল না। এ কারণে একদিন আগে মঙ্গলবার তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ নয়। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে বললেন, তদন্তের স্বার্থেই তিনি পদত্যাগ করছেন।

আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে প্রশাসনিক সকল সহায়তা দেয়ার পরও পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায় প্রধানমন্ত্রী তাকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

সূত্রমতে, ২৩শে জুলাই মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশের নারকীয়, বর্বর হামলার নেপথ্য শক্তি ছিলেন দু'প্রতিমন্ত্রী। আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলাম রীতিমতো বৈঠক করে মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশি অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। ভিসি-প্রক্টরের উদ্দেশ্য ছিল রোকেয়া হলে দলীয় প্রভোস্ট বসানো। কারণ ড. সুলতানা শফিকে ২৩শে জুলাইয়ের আগে ভিসি পদত্যাগের অনুরোধ করেছিলেন; কিন্তু ড. সুলতানা তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

প্রধানমন্ত্রীর ঃ নির্দেশে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পদত্যাগ করবেন না, প্রয়োজনে তাকে যেন বরখাস্ত করা হয়। অন্যদিকে দু'প্রতিমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ওপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। তারা শামসুন্নাহার হলে বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীদের রেখে এ আধিপত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

সূত্র জানায়, অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর পরামর্শেই শামসুন্নাহার হলের হাউস টিউটররা বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীদের সঙ্গে নিয়ে ড. সুলতানা শফিকে অপসারণের জন্য হলে ধর্মঘট শুরু করে। এ প্রক্রিয়ায় তারা বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীদের নিয়ে ২৩শে জুলাই দুপুরে শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

ওই দিন মধ্যরাতে পুলিশি নির্যাতন শুরুর আগে প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টররা সমঝোতার নামে শামসুন্নাহার হলে কালক্ষেপণ করেন। প্রক্টর নিজেই বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রী লুসি, শান্তা ও মিরানাসহ অন্যদের নিয়ে সন্ধ্যায় হলে প্রবেশ করেন। ৪ জন সহকারী প্রক্টর ও ৫ জন হাউস টিউটর রাত সাড়ে ১০টায় ভিসি ও প্রক্টরের নির্দেশে বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীদের নিয়ে ২৩৫ কক্ষে বসে একটি মামলা সাজায়। এরপর রাত ১টায় পুলিশ হলে প্রবেশ করে।

মধ্যরাতে ছাত্রী নির্যাতন, ১৮ ছাত্রীকে গ্রেফতারের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলেও ওপরের আশীর্বাদে ভিসি মিথ্যার পর মিথ্যা বলে যান। তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ক্যাম্পাসে ব্যাপক পুলিশ-বিডিআর দেয়া হয়। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে থাকলে, বিএনপির নীতিনির্ধারণী মহলে ভিসিকে রাখা না রাখা নিয়ে দ্বিধাবিভক্তি দেখা দেয়। তবুও ছাত্রদল পুলিশ ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে রাজনীতির রঙ চড়িয়ে দিয়ে ভিসিকে রাখার চেষ্টা করে বিএনপির প্রভাবশালী মহল। ২৮শে জুলাই ভিসি বিএনপির নীতিনির্ধারকদের একাংশের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। ইতোমধ্যে ক্যাম্পাসে শিক্ষক ও সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। সর্বশেষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পর ভিসি পদত্যাগ করবেন বলে আভাস দিয়ে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

সূত্রমতে, সার্বিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মঙ্গলবার রাতেই ভিসির পদত্যাগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় বিএনপির হাইকমান্ড। সে অনুযায়ী গতকাল সকালে আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ডেকে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রী সার্বিক দিক বিবেচনার পর তাকে পদত্যাগ করতে বললে তিনি তখনই পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।